120

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 20 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

# পরীক্ষা ও কেন্দ্র সমস্যা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

এ ব্যবস্থায় শিক্ষকমণ্ডলীর তুলনায় অনেক গুণ বেশি পরীক্ষার্থীকে দূরবর্তী স্থানে অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত করতে হয় বলে অতিরিক্ত অর্থ ও সময় ব্যয়ের পাশাপাশি যানজটের দেশ বাংলাদেশে যানজট আরও প্রকট আকার ধারণ করে। যানজটে পড়ে পরীক্ষার্থী সময়মতো কেন্দ্রে পৌঁছতে পারবে কিনা, সে দুশ্চিন্তায় মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা একজন পরীক্ষার্থীর ভাল ফল অর্জনের পথে একটা বড় অন্তরায় হিসাবে কাজ করে।

ব্যবহারিক পরীক্ষার বেলার এই অসুবিধা আরও প্রকটভাবে দেখা যায়। যেমন যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নত মানের বিজ্ঞানাগার

এ, আফরোজ

রয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার মাঝে ব্যবহারিক বিষয়সমূহ শিখে থাকে। অথচ তারই সিট পড়েছে এমন এক বিদ্যালয়ে যেখানে ল্যাবরেটরি নামেমাত্র আছে। পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় এবং সঠিক ব্যবহারিক জিনিসপত্র সরবরাহ করতে পারছে না বা ভেজাল কেমিক্যাল সরবরাহ করা হয়। এ অবস্থায় একজন শিক্ষার্থী যথেষ্ট ভাল হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল সঠিক হয় না। ফলে সে যেখানে ২০/২৫ পেত, দেখা গেল ১৫/১৬ পেয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের এই অবস্থা মেধাবী ছাত্রছাত্রীটির পরীক্ষার সার্বিক ফলাফল সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিল। এ অবস্থায় তাকে দুঃখ করতে, আক্ষেপ করতে এবং কাঁদতে দেখা যায়। এতে আরও মর্মাহত হলো তার পিতামাতা এবং নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ; তাঁদের শ্রম ও আশা ব্যর্থ হয়েছে বলে।

এই অবস্থার পরিবর্তন করা অবশ্যই প্রয়োজন। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ ক. যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠিত সেসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাদের স্কুল/কলেজকেই কেন্দ্র নির্ধারণ করা যেতে পারে। খ. পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে সেই কলেজেরই; তবে হল পরিদর্শকের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন অন্য কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। গ. প্রয়োজন মনে করলে সম্পূর্ণ পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বেও অন্য স্কুল/কলেজকে দেয়া যেতে পারে। যে বিদ্যালয়কে কেন্দ্র নির্বাচন করা হবে সে বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকই পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। তাঁদের অন্যত্র এই দায়িত্বে নিয়োজিত করা হবে। ঘ. তবে যেসব বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তেমন ভাল নয় বা কক্ষের স্বল্পতা এবং ল্যাবরেটরি সুবিন্যস্ত নয়, এক কথায় সার্বিক ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক নয় শুধুমাত্র সেই সব বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্র পরিবর্তন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে এসব বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত অন্য কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া যেতে পারে। কারণ এই ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে।

পরিদর্শকের দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকদের নিজ বিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কেন্দ্রে দায়িত্ব দেয়ার পূর্বে তাঁরা যাতে সুস্থ মন নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দের সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারেন সে জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে ভেবে দেখতে হবে ঃ ক. পরিদর্শকের কেন্দ্রটি যেন নিজ বাড়ি/বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কোন কেন্দ্রে দেয়া হয়। খ. দূরে হলেও নিজ বিদ্যালয় বা বাড়ি থেকে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। অথবা টিএ দিতে হবে। গ. যদি অধিক দূরে কোন কেন্দ্রে পাঠানো হয় সে ক্ষেত্রে যাতায়াত খরচ ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কেউ যেন দায়িত্বকে শাস্তিস্বরূপ মনে না করেন, সেদিকে খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে। এই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব যেন তাঁরা দায়িত্বশীল মন নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিষ্ঠার সাথে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন সে জন্য উপরোক্ত সুবিধাদি দেয়ার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট উদার মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে।

পরিদর্শক ও পরীক্ষার্থীর অনুপাত ১ ঃ ১৬ হলেও একজন মানুষের দৃষ্টির প্রসারতা যখন উভয় দিকে ১৮০ ডিগ্রী তখন একজন/দু'জন পরিদর্শক সুষ্ঠুভাবে একটি কক্ষের ৩০-৪/৬০-৮০ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা নিতে পারেন। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে অধিকসংখ্যক (বেশ কয়েকটি স্কুল/কলেজের) ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একজন পরিদর্শকের ৩০/৪০ ছাত্রছাত্রীকে উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র বিতরণ করতেই প্রচুর সময় চলে যায়। পরীক্ষার্থীরা লিখবে কখন? কিন্তু একই সাথে সবার মাঝে প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র বিতরণ করা কি সম্ভব? এ ক্ষেত্রে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায় এ কাজটি সম্ভব। নিজস্ব কৌশল প্রয়োগের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, সব পরীক্ষার্থীই যত শীঘ্র সম্ভব প্রশ্নপত্র হাতে পেতে চায়। এই লক্ষ্যে কক্ষে ক'টি বেঞ্চের সারি আছে ও প্রতিটি সারিতে ক'জন পরীক্ষার্থী বসেছে সেই হিসাব অনুযায়ী প্রশ্নপত্র ভাগ করে ফেলা। প্রত্যেক সারির প্রথম বেঞ্চে বসা পরীক্ষার্থীর হাতে ঐ সারির সব ক'টি প্রশ্ন দিয়ে দেয়া; প্রশ্ন যার যারটা রেখে পিছনে 'পাস' করে দিচ্ছে। সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে হবে সবাই প্রশ্নপত্র পেল কিনা। এভাবে দেখা যায় মিনিটের ভিতর হলের সব পরীক্ষার্থীই প্রশ্নপত্র পেয়ে যায় এবং পরম নিশ্চিন্তে লেখা শুরু করে। একইভাবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরও ফাইনাল বেল বাজার সাথে সাথে ওময ঘরর্ধধভথ ওটভঢলয বলে সবাইকে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। পরীক্ষার্থীরা উত্তরপত্র বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যাবে এবং খাতাগুলো সংগ্রহ করে গুণে সঠিক সংখ্যা পাওয়ার পর পরীক্ষার্থীরা হল/কক্ষ ত্যাগ করবে। এভাবে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব। প্রথম দিনই ছাত্রছাত্রীদের এই নিয়ম সম্পর্কে 'ব্রিফ' করতে হবে।

পরীক্ষা 'হল' সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে কিভাবে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব সে বিষয়ে প্রতিটি স্কুল/কলেজ থেকে একজন করে প্রতিনিধিকে ট্রেনিং দেয়া যেতে পারে। সেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক আবার তাঁর স্কুলের অন্যান্য শিক্ষককে ট্রেনিং দেবেন। ট্রেনিংপ্রাপ্ত পরিদর্শকদের যে কোন কেন্দ্রেই পাঠানো হোক না কেন তাঁরা যথাযথভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন এবং নিয়মমাফিক সুষ্ঠুভাবে সারা দেশের পরীক্ষা সম্পন্ন হবে।

উপসংহারে বলা যায় যে, নিজ নিজ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করলে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা নিজস্ব পরিবেশে পরম নির্ভয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে এবং প্রফুল্ল মন নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বোর্ড পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সক্ষম হবে এবং সেই সাথে অভিভাবক মহলও দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে তাঁদের সন্তানদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সাহায্য করতে পারবেন। (লেখক রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল ও কলেজের উপাধ্যক্ষ)